অপর ১৩২/২০১৪

উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া , চট্টগ্রাম

আদেশ নং-৭০

তারিখ- ১৮/০৬/২০২৩ ইং

অদ্য একতরফা আদেশের জন্য ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেছেন।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ আরজির ১-৪ নং তফসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তিতে তাদের মালিকানা স্বত্ব ও উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধ মর্মে ঘোষনা এবং বিভাগের প্রার্থনায় **১-৪৮** নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন।

১-৪৮ নং বিবাদীর প্রতি সমন সঠিকভাবে জারি হলেও তারা অত্র মামলায় হাজির হতে ব্যর্থ হয়। যার প্রেক্ষিতে বিগত ০৬/০৮/২০১৭ ইং তারিখের ২০ নং আদেশমূলে তাদের বিরুদ্ধে এক-তরফা শুনানীর জন্য ধার্য হয়।

অত্র মামলা প্রমানের জন্য বাদীপক্ষে **জাফর আহমদ P.W.-1** হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। বাদীপক্ষ দাবির সমর্থনে নিন্মবর্নিত কাগজাদি দাখিল করেন।

১। আর এস ১২২, ৪০১, ১২১/১, ৩৯০/১ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ১ সিরিজ

২। বি এস- ৯০, ৩২৬, ৩২৭, ৮৯ নং খতিয়ান এর সি.সি প্রদর্শনী- ২ সিরিজ

৩। ১২৪৩/৪৯৫০/৪৩৮১/৪৭৬৬ নং মূল দলিল প্রদর্শনী- ৩ সিরিজ

৪। ওয়ারীশ সনদপত্র প্রদর্শনী- ৪

জাফর আহমদ P.W.-1 এর গৃহীত জবানবন্দি, নথি ও দাখিলকৃত কাগজাদি (প্রদর্শনী ১-৪) দেখলাম এবং পর্যালোচনা করলাম।

বাদীর আরজির মূল বক্তব্য এই, নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক ছিলেন দুলা মিয়া, আবদুল হাসিম ও আবুদল মোতালেব। আবদুল হাসিম মরনে সোলতান আহমদ. মকবুল আহমদ, নজির আহমদ , জালাল আহমদ ও হাফেজ আহমদ ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। জালাল আহমদ মরনে জাফর আহমদ, আলী আহমদ ও ১ কন্যা বুলু বেগম ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বুলু বেগম তৎ স্বত্ব বিগত ৩১/০৭/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ৪৭৬৬ নং কবলামুলে ১ নং বাদী বরাবর বিক্রয় হস্তান্তর করেন।

বাদীপক্ষের আরো বক্তব্য হলো, আবুল হাসিমের পুত্র হাফেজ আহমদ তৎ স্বত্ব ১৮/০৭/১৯৮৪ ইং তারিখে ১২৪২৩ নং কবলামুলে ১ নং বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। অতপর নজির আহমদ তৎ স্বত্ব ১৯৯০ সনে ৪৯৫০ নং কবলামুলে ১/২ নং বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। আবুল হাসিমের স্ত্রী-কন্যা তৎ স্বত্ব ১০/০৮/১৯৮৪ ইং তারিখে ৪৩৮১ নং কবলামুলে ১ নং বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে বাদীগণ খরিদসূত্রে নালিশী ভূমি প্রাপ্ত হয়ে সকলের জ্ঞাতসারে নির্বিঘ্নে ভোগদখল করে আসিতেছেন। বি এস রেকর্ডী ও তৎ ওয়ারীশগণ অত্র মামলার ১-৪৬ নং বিবাদী হয়। তফসিলী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুলভাবে রেকর্ড হওয়ায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের স্বত্বে কালিমা লেপণ হয়। সর্বশেষ বিগত ০১/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ তর্কিত বি এস খতিয়ানের সংশোধনামা প্রদানে অস্বীকার করলে বাদীগণ অত্র মামলা আনয়ন করেন।

এবার দেখা যাক, বাদীগণ দাখিলীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তাদের দাবি কতটুকু প্রমান করিতে সক্ষম হয়েছে।

P.W.-1 কর্তৃক দাখিলী আর এস খতিয়ানসমূহ প্রদর্শনী- ১, ১(ক)-১(গ) হতে দেখা যায়, আর এস ১২২ নং খতিয়ানের আর এস $\frac{২৪১}{১৪৮৭}$ দাগের ১০ শতক , আর এস ৪০১ নং খতিয়ানের ২৪২ দাগের ৮ শতক, আর এস ১২১/১ নং খতিয়ানরে ২৪১ দাগের ২১ শতক এবং আর এস ৩৯০/১ নং খতিয়ানের ২৭২ দাগের ৪০ শতক ভূমিতে অংশ ও মন্তব্য কলাম দৃষ্টে মালিক ছিলেন যথাক্রমে -দুলা মিয়া, আবদুল হাসিব ও আবদুল মোতালেব। বাদীপক্ষের দাখিলীয় কবলা প্রদর্শনী-০৩ ও প্রদর্শনী ৩(ক) হতে দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী আবদুল হাসিমের ওয়ারীশ হতে জাফর আহমদে ও আলী আহমদ উক্ত দুই কবলা **মূলে** নালিশী খতিয়ান আন্দরে (৪.৫ + ৪) শতক ভূমি খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হন। জাফর আহমদ পুনরায় ১ শতক ভূমি আবুল হাসিমের পুত্রবধূ বুলু বেগম হতে ২০০৪ সনে খরিদ করেন। প্রদর্শনী-৩(গ) হতে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। আবুল হাসিমের স্ত্রী-কন্যা তৎ স্বত্বাংশীয় ২ শতক ভূমি ১০/০৮/১৯৯৪ ইং তারিখের কবলামুলে জাফর আহমদের নিকট হস্তান্তর করেন। প্রর্দশনী-৩(ঘ) তা প্রমান করে। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, জাফর আহমদ ও আলী আহমদ উক্ত ০৪ কবলামুলে সর্বমোট (৪.৫ + ৪ + ১ + ২) = ১১.৫ শতক ভূমিতে খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হন।

নথি দৃষ্টে দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী আবুল হোসেন মরনে তাহার ০৫ পুত্র যথা সোলতান আহমদ, মকবুল আহমদ, নজির আহমদ, জালাল আহমদ ও হাফেজ আহমদ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। ১ ও ২ নং বাদী জাফর আহমদ ও আলী আহমদ এবং স্ত্রী বুলু বেগম জালাল আহমদের ওয়ারীশ হয়। জালাল আহমদের স্ত্রী বুলু বেগম তৎ স্বত্ব জাফর আহমদের নিকট হস্তান্তর করেছেন। ১/২ নং বাদী নালিশী খতিয়ান আন্দরে তাদের পিতা হতে

ওয়ারীশসূত্রে অংশ প্রাপ্ত হবেন। সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীপক্ষ খরিদ ও মৌরশীসূত্রে ১-৪ নং তফসিলে বর্নিত সর্বমোট ১৪.১৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষ তাদের খরিদা সম্পত্তির বি এস খতিয়ান তাদের পূর্ববর্তী বায়ার নামে রেকর্ড না হয়ে বিবাদীগনের পূর্ববর্তীর নামে ভুল ও অশুদ্ধভাবে অংশাতিরিক্ত রেকর্ড হয়েছে মর্মে দাবি করেছেন। বাদীপক্ষের দাখিলী বি এস ৯০, ৩২৭, ৩২৬ ও ৮৯ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-২, ২(ক), ২(খ), ২(গ) পর্যালোচনায় উক্তরুপ দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়েছে।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় বাদীপক্ষ তাদের উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে নালিশী ১৪.১৫ শতক ভুমিতে তাদের মালিকানা স্বত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে। বাদীপক্ষ উক্ত সম্পত্তি বাবদ পৃথক ছাহাম পাবার হকদার মর্মে আমি বিবেচনা করি।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ কাজে লাগাতে অবহেলায় করায়, বাদীপক্ষ হতে উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক প্রমাণাদি অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতির বলে আমি বিবেচনা করি। এরুপ পরিস্থিতিতে উক্ত অবিসংবাদিত ও অবিকৃত সাক্ষ্যসমূহ গ্রহন করা এবং উক্ত অলঙ্ঘনীয় দালিলিক সাক্ষ্য ও আরজি বর্নিত বক্তব্যের উপর নির্ভর করা ব্যাতিরেকে আদালতের সম্মুখে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ তাহার আরজি প্রার্থিত মতে প্রতিকার পাবার হকদার বলে আমি মনে করি। সুতরাং অত্র মামলা ডিক্রিযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৪৮ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় ডিক্রি প্রদান করা হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী ১-৪ নং তফসিল বর্ণিত ১৪.১৫ শতক ভুমিতে বাদীগণের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভুমি সংশ্লিষ্ট বি.এস খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যা বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকর নয়।

এছাড়া অত্র মোকদ্দমা ১-৪৮ নম্বর বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় পৃথক ছাহামসূত্রে বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রী প্রদান করা হলো।

বাদীপক্ষ নালিশী ১-৪ নং তফসিল বর্নিত সর্বমোট ১৪.১৫ শতক ভুমিতে স্বত্ববান বিধায় উক্ত ১৪.১৫ শতক ভুমিতে পৃথক ছাহাম প্রাপ্ত হবেন।

পক্ষগনকে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে আপসে ছাহামকৃত সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যার্থতায় বাদীর অথবা উক্ত যেকোন বিবাদী/ বিবাদীগনের প্রার্থনায় নির্ধারিত কমিশন ফি জমাদান সাপেক্ষে নালিশী জমি চুলচেরা বিভাগ বন্টনের জন্য একজন আইনজীবী কমিশনার নিয়োগ করা হবে।

আইনজীবী কমিশনার বিভাগ বন্টনের সময় জমির সরস নিরস প্রকৃতি, পক্ষগনের সুবিধা অসুবিধা ও বিদ্যমান দখল যতদূর সম্ভব বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনায় নেবেন।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম